দৈনিক ইনকিলাব

109

তারিখ ... APR 1987

পৃষ্ঠা ... 5 ... 3

# শিক্ষাঙ্গন

## ভুয়া শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আজকাল শহরে চাইল্ড কেয়ার কিংবা আদর্শ শিক্ষার নামে কিণ্ডার গার্টেনের অভাব নেই। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষিকাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান। সরকারী মহলের কিছু বিধি-নিষেধ থাকলেও এক শ্রেণীর লোক উচ্চ মহলের সহায়তায় এই বিধি-নিষেধের তোয়াক্কা না করেই একের পর এক এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে চলেছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেমন উপযুক্ত শিক্ষার অভাব তেমনি রয়েছে বেতন বৈষম্য। অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামের দিকে তাকালে আমাদের হতাশ হতে হয়, প্রতিটি জেলায় ১টি কিংবা ২টি করে সরকারী স্কুল-কলেজ আছে। কিন্তু এই সংখ্যাই যথেষ্ট নয়। এর পাশাপাশি রয়েছে আধাসরকারী কিংবা বেসরকারী স্কুল-কলেজ। এসব স্কুল ও কলেজে নামেমাত্র শিক্ষকের সংখ্যা বেশী। স্কুলের ছাদ নেই, ছাত্রদের বসার বেঞ্চ নেই, বেশীরভাগ ছাত্র ড্রপ আউট হচ্ছে স্কুল ছাড়ার আগেই। কিন্তু শিক্ষকগণ ঠিকই বেতন পাচ্ছেন। পড়াশুনা হোক বা না হোক পরীক্ষা হচ্ছে, সমান তালে চলছে নকল। গ্রামে আধাসরকারী স্কুলগুলোতে ভুয়া শিক্ষকের সংখ্যা বেশী। যে ক'জন শিক্ষক স্কুলে কাজ করেন তার চেয়ে ২/৩ জন শিক্ষকের বেতন বেশী উঠানো হয়। এমনকি একজন দপ্তরী রেখে দু'জন দপ্তরীর বেতন উঠানোর অভিযোগ শোনা যায়। এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার নামে দুর্নীতিকেই প্রশ্রয় দেয়া হয়। এতে শিক্ষকের প্রকৃত মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। আজকাল আবার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সংবাদ শিরোনাম হচ্ছে ভুয়া স্কুল, কলেজ, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত।

মাঝে মাঝে এসব ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দু'একটির সন্ধান পাওয়া গেলেও অধিকাংশই চেনা-জানার বাইরে। চীনে ভুয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও ভুয়া প্রভাষকের খবর সবারই জানা। এমন শিক্ষকের অভাব নেই যারা অসদুপায়-এর প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনেক টাকা কামিয়েছেন। এমনও দেখা যায় যে ছাত্রদের নামে কোন রেজিস্ট্রেশন কিংবা বোর্ডে কোন টাকা জমা না দিয়ে সেই টাকা আত্মসাৎ করা হয়। এর পর শিক্ষকের গা ঢাকা দেয়া ছাড়া আর কোন পথ থাকে না। এরই মাশুল দিতে গিয়ে রাংগুনিয়া উপজেলার প্রায় সাড়ে তিনশ' ছাত্র/ছাত্রীর সাম্প্রতিক এসএসসি পরীক্ষা দেয়া ভাগ্যে জুটেনি। এদের জন্য প্রশাসন কিছু করতে অপারগ।

—নাজমুল হক খোকন